২৮৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 3 1999
পৃঃ ৬ কলাম ৩

জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা, এখন নড়বড়ে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালী, দায়িত্বহীনতার দায়ভার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, দেশ জুড়ে যার ক্ষেত্র, লাখ লাখ যার ছাত্রছাত্রী, তার অতীত ও বর্তমান হালচাল দেখে মনে হয় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আসলে কোন নিয়মনীতি নেই, এমনকি পরিকল্পনাও নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, '৯৭-৯৮ সেশনে অনার্স ১ম বর্ষে খুলনার সরকারী বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ৪৯৯ জন ছাত্রছাত্রীসহ রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, যশোর এমএম কলেজ, করটিয়া সা'দত কলেজ এবং জয়দেবপুর বদরে আলম কলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড পায়নি বিধায় তারা আসন্ন ৩ জুলাইয়ের অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জানতে চাইলে তারা নির্ধারিত আসনের বেশি ছাত্র ভর্তির অভিযোগ আনেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, কলেজগুলো ছাত্র সংসদের চাপে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবির মুখে অথবা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করে মানবিক কারণে টিচার্স কাউন্সিলের সভার মাধ্যমে বর্ধিত আসনে কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়ে থাকেন এ কথা ঠিক, কিন্তু ভর্তির আসনসংখ্যার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নেই এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং চরম বাস্তবতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খুলনার বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে অনার্স ১ম বর্ষে মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগসমূহে যথাক্রমে ৩০৮ জন, ৮৮ জন এবং ১০৩ জন ছাত্রছাত্রী বর্ধিত আসনের অভিযোগে রেজিস্ট্রেশন কার্ড পায়নি। আমাদের প্রশ্ন হলো, বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১টি ছাত্রও দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ভর্তি হয়নি, বরং বর্ধিত আসনে ভর্তি হয়ে থাকলে তার জন্য বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সচেতনতা, সুস্পষ্ট ঘোষণা ও সর্বোপরি সঠিক পরিকল্পনাই এর জন্য দায়ী; সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নয়।

দ্বিতীয়ত, খুলনার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনার্স পড়ার মতো একমাত্র ক্ষেত্র হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ '৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বর্ধিত আসনের রেজিস্ট্রেশন দিয়েছিল। বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কর্তৃপক্ষ পরবর্তী বছর অর্থাৎ '৯৭-৯৮ সেশনে কোন বিষয়ে বা বিভাগে ১৬৫ জন্যের বেশি ছাত্র ভর্তি করেনি যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বছর রেজিস্ট্রেশন দেবে আর এক বছর দেবে না– এটা কোন দ্বৈত নীতি? আর যদি কোন কারণে না দিতে পারে তাহলে কলেজ থেকে প্রেরিত ডি.ডি গ্রহণের সময় কেন অভিযোগ করেনি? '৯৮-৯৯ সেশনেও অনার্স ১ম বর্ষে ছাত্র ভর্তির কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে, কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা ১ বছর ধরে পড়াশোনা করে আসছে পরীক্ষা দেবার বুকভরা আশা নিয়ে। এখন কিনা রেজিস্ট্রেশন দেয়া হবে না– এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

তৃতীয়ত, অনার্স পার্ট-২ পরীক্ষার গতবছরের ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি অথচ বর্তমান বছরের অনার্স পার্ট-২ পরীক্ষার ফরম পূরণের তারিখ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে এবং পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৭ আগস্ট '৯৯। তাহলে বিগত পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হবে তারা কি অনার্স ২য় বর্ষ পরীক্ষা দেয়ার জন্য আরও ১ বছর খেসারত দেবে? আসলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কি শুধু পরীক্ষা নেয়া, না সময়মতো ফলও প্রকাশ করা– কোনটি?

চতুর্থত, এমএ ফাইনাল পরীক্ষা '৯৫-এর ফল গত ১ বছরেও প্রকাশিত হয়নি, অথচ এমএ শেষ বর্ষ '৯৬ পরীক্ষার ফরম ফিলাপ-এর সময় পার হয়ে যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ অবিবেচকভাবে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬ আগস্ট '৯৯। তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালে এইচএসসি পাসের পর থেকে একজন ছাত্র নিয়মিতভাবে পড়াশোনা করে সুদীর্ঘ ৯ বছরেও অনার্স ও মাস্টার্স পাস করতে পারছে না। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, আমরা এক ভুতুড়ে রাজ্যে বাস করছি।

পঞ্চমত, অর্থের দিক থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কে ভ্যাম্পায়ার বললে অত্যুক্তি হবে না। '৯১-৯২ সেশন থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন ছাত্রকে ১টি টাকাও স্কলারশিপ দেয়নি। এমন কি পরীক্ষক ও এক্সটারনাল যাঁরা ভাইভা নিতে যান বিভিন্ন কলেজে তাঁদেরও প্রাপ্য অর্থ সময়মতো প্রদান না করার অভিযোগ আছে সর্বত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা এখনও পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৮ লাখ টাকা দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ভাড়া করে কার্যক্রম চালাচ্ছে, যা বাংলাদেশের অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিরল।

তাহলে এই মুহূর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় কি– (১) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলম্বে স্কলারশিপ প্রদান, এমফিল ও পিএইচডি করার পথ সুগম করে দিতে হবে। (২) অনার্স পার্ট-১-এর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে, সেহেতু হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এবং চলতি বিশ্বকাপ ক্রিকেট পড়াশোনার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করায় অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষা কমপক্ষে ২ মাস পিছিয়ে দিতে হবে। (৩) অনার্স পার্ট-২ পরীক্ষার (পূর্ববর্তী) ফল প্রকাশপূর্বক নতুন করে ফরম ফিলাপ করার সুযোগ দান করে পার্ট-২ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কমপক্ষে ৯০ দিন সময় দিতে হবে। (৪) এমএ শেষ বর্ষ '৯৫ পরীক্ষার ফল অবিলম্বে প্রকাশপূর্বক ফরম পূরণের নতুন তারিখ ধার্য করতে হবে এবং ফরম পূরণের পর কমপক্ষে ৯০ দিন সময় দিতে হবে, যা সাধারণত ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত আছে। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিরই যদি সময় না দেয়া হয়, পক্ষান্তরে ফল যদি প্রকাশিত হয় ১ বছর ধরে তাহলে আসলেই ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ কোথায়? (৫) সর্বোপরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত হবে অনার্স এবং মাস্টার্স সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাতে পূর্বের ন্যায় হস্তান্তর করা, তবে পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন আনতে হবে এবং স্নাতক পাস, প্রাইভেট, এমএ পূর্বভাগ ইত্যাদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় রাখতে হবে। কারণ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছাড়া শিক্ষা লাভ হয় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রশাসনিক কাঠামো, মূলত কোন একাডেমিক কাঠামো নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চ শিক্ষালাভ গুড়ে বালির সমতুল্য।

আর শিক্ষ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তাই যদি না হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ যদি ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত না হন তাহলে শিক্ষার হার বাড়লেও মান বাড়বে না। হঠকারিতা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাটাতে হবে যুগের পর যুগ। আর বিভিন্ন উচ্চপদস্থ চাকরির ক্ষেত্রে দেখা দেবে দারুণ বৈষম্য।

এসএম আশরাফ হোসেন,
এমএ শেষ বর্ষ ইংরেজী
বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ খুলনা-৯২০২।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৯৯ সালের এমএসএস শেষ পর্বের পরীক্ষার্থী। ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

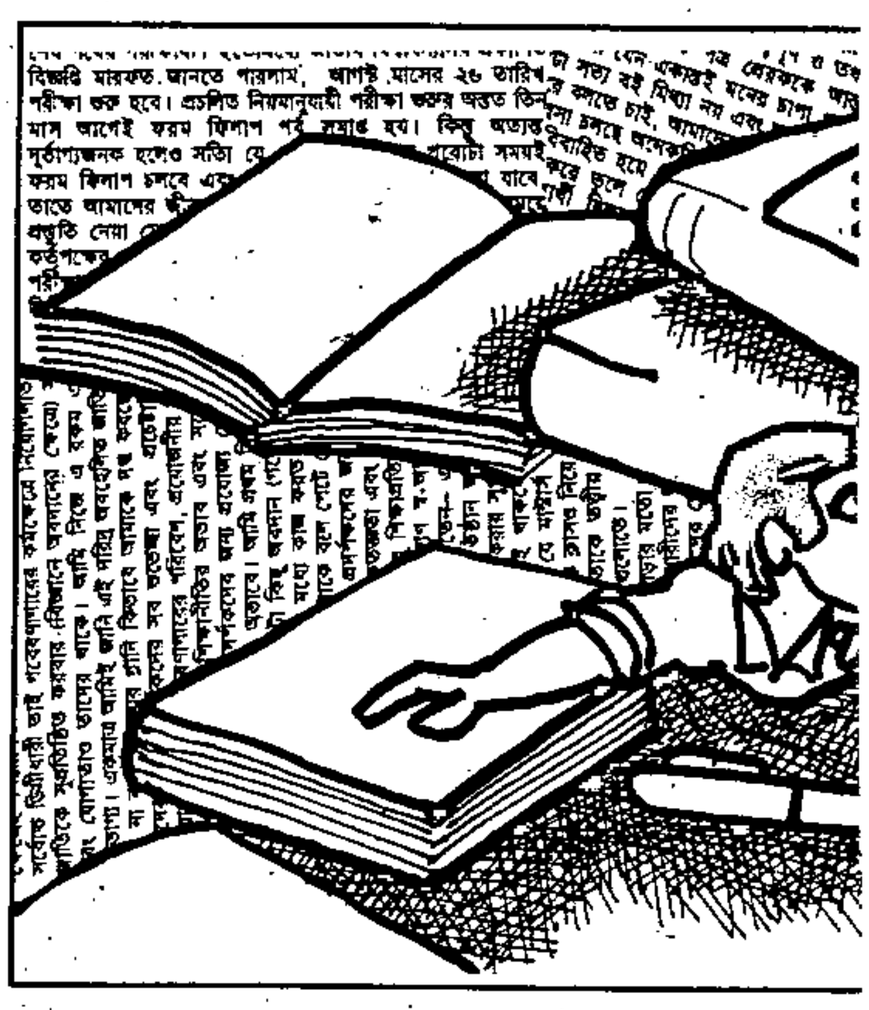

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত জানতে পারলাম, আগস্ট মাসের ২৬ তারিখ পরীক্ষা শুরু হবে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা শুরুর অন্তত তিন মাস আগেই ফরম ফিলাপ পর্ব সমাপ্ত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, জুন মাসের প্রায় পুরোটা সময়ই ফরম ফিলাপ চলবে এবং এর পর যে স্বল্প সময় পাওয়া যাবে, তাতে আমাদের জীবনের শেষ ডিগ্রীর জন্য এই অপর্যাপ্ত সময়ে প্রস্তুতি নেয়া মোটেও সম্ভব নয়। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, এমএসএস শেষ পর্বের পরীক্ষা অন্তত ২ মাস পিছিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনের সর্বশেষ ডিগ্রীর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ করে দেয়া হোক।

শান্ত, শুভ, মনি, কনা,
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা।